পিন্টুর মা ঃ আমি তোমার সংসার হতে চুরি করি নাই বরং ত্যাগ স্বীকার করে প্রতিমাসে সমবায়ে .৫০ পয়সা করে জমা দিচ্ছি। যেমন- তোমরা তো মুরগীর ডিম প্রায়ই খেয়েছ। আমি কিন্তু আমার ভাগের ডিমটা খাই নাই। ঐ ডিমটা দোকানে বিক্রি করে যা পেয়েছি সেখান থেকে মাত্র .৫০ পয়সা বইয়ে জমা করেছি। এবং বাকী পয়সা সব তোমার সংসারেই খরচ করেছি বুঝেছ? আমার মনে সব সময়ই একটা ভয় ছিল যে ছোট কালে আমার ঠাকুমা গল্প বলতেন টাকা পয়সা হাতের ময়লা, ফেলে দিলেই ফুরিয়ে যায়। আবার বলতেন বাদশাহ কখন যে ফকির হবে তা কেউ জানে না। আবার ফকির কখন বাদশাহ হবে সেটাও কেউ জানে না। সবই হল খোদার মর্জি। তুমি তো সব সময়ই জায়গা জমি নিয়ে গর্ব করতে। কিন্তু তোমার গর্বের সায় দিয়ে কোন দিন তা মেনে নিতে পারতাম না এবং ওই সমস্ত জিনিষ সব সময়ই আমাকে একটা দু:চিন্তার মধ্যে রাখত। আমি তোমার কথায় ও জিনিসে নিশ্চিন্ত হতে পারতাম না। তাই মিনুর মায়ের সাথে যোগাযোগ করে আমি সমবায়ে বই করে আজ আমি নিশ্চিন্ত। তোমার দুর্দিনে আমি মনে অনেক সাহস ও বল নিয়ে সাবলম্বি হয়ে তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে পেরেছি।

আমাদের আর কোন চিন্তা নেই। ছেলে মেয়ে সবাইকে নিয়ে আমরা আবার আগের দিনে ফিরে যাব। আমাদের ঘর হবে, ফসল হবে, সব দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে। সকল সুখের মূলই হবে আমাদের উদয়পুরের "সমবায় সমিতি"।

পিন্টুর বাবা ঃ সত্যিই পিন্টুর মা তোমার বুদ্ধি ও ত্যাগ স্বীকারের কাছে আমি আজ লজ্জিত।

কারণ তোমার মত সুন্দর মনোভাব আমার ছিলনা। আমি সব সময় নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম ও গর্ব করতাম। সত্যিই তুমি আজ আমার ভুল ভাঙ্গিয়ে দিলে। পিন্টুর মা চলো আমিও আজ নিজে উদয়পুর গিয়ে, নিজের নামে ও ছেলেমেয়েদের সবার নামে একটা করে সমবায়ী বই করব। এবং ভবিষ্যতে চলার পথ আরো পরিষ্কার করব। যেন কোন রকম দুশ্চিন্তায় পড়তে না হয়। সত্যই আমি আজ বুঝতে পারলাম যে "সমবায়ই হলো গরীবের বন্ধু" এবং সামনে চলার পথ।

সঞ্চয় করুন
নিজে সমৃদ্ধ হোন
দেশকে সমৃদ্ধ করুন

মঠবাড়ী খ্রিস্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ